যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

এপ্রিল-জুন ২০২৩

৫২তম সংখ্যা

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার এর ১৯তম শাহাদত বার্ষিকী পালন

৭ মে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপি এর ১৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নেতৃত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

৭ মে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত (মরণোত্তর) বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপি এর ১৯তম শাহাদত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা ও গাজীপুরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, তবারক বিতরণ,স্মরণসভা এবং স্মরণিকা প্রকাশ।

এ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, "সাবেক সংসদ সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের ১৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল একজন জননন্দিত শ্রমিক নেতা। তিনি ছিলেন কৃষক-শ্রমিক তথা আপামোর মেহনতি মানুষের অতি আপনজন। গণতন্ত্রকামী এই ত্যাগী নেতা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে কখনো পিছপা হননি। এজন্য তাঁকে বহুবার নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়সহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন ত্যাগী ও নিবেদিত নেতা। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্তে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের আগলে রেখেছেন, দিয়েছেন সাহস ও মনোবল। মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়সহ গণতন্ত্রের বিকাশে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের মতো ত্যাগী, সংগ্রামী ও জনদরদি নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাবে। আমি জননেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, " স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত জনপ্রিয় শ্রমিকনেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ মাস্টারের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার (গাজীপুর-২, গাজীপুর সদর-টঙ্গী) আসন হতে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে দু'বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯০ সালে গাজীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে দু'দফা পূবাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই জননেতা ছিলেন আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সদস্য। তিনি জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজীবন মানবসেবায় নিয়োজিত এই ভাওয়াল বীর তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে শিক্ষক হিসেবেই পরিচয় দিতে ভালবাসতেন, তিনি আমৃত্যু তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও সমাজসেবামূলক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সংগে জড়িত ছিলেন। ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্তির পর উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে উপজেলা পরিষদের পক্ষে মামলা করেন ও দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী জননেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের স্বপ্ন ছিল মাদক-সন্ত্রাসমুক্ত টঙ্গী-গাজীপুর গড়ার। কালে কালে তিনি হয়ে উঠেন জঙ্গি সন্ত্রাসের মদদ দাতা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের পথের কাঁটা। হাওয়া ভবনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার নীলনকশা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিএনপি-জামাত মদদপুষ্ট একদল সন্ত্রাসী ২০০৪ সালের ৭ মে নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহসান উল্লাহ মাস্টারকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। একজন প্রিয় শিক্ষককে সন্ত্রাসীদের গুলি থেকে বাঁচাতে বুক পেতে দিয়েছিলো ছাত্র ওমর ফারুক রতন,সেও মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, আহসান উল্লাহ মাস্টার নিহত হওয়ার পর শোকার্ত, বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী জনতার উপর গুলি চালিয়ে আরো দু'জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে জোট সরকারের পুলিশ, গ্রেফতার করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের হাজারো নেতাকর্মীকে। বিএনপি- জামাত জোট সরকারের বাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষীকেও বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম এখনও চলছে। আশা করি, বিচারকার্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর হবে।

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার এর ১৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

আমি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।" ৭ মে সকালে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৯ নং ওয়ার্ডের হায়দরাবাদ গ্রামে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের জ্যেষ্ঠ সন্তান মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নেতৃত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ তাঁর কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব আজহারুল ইসলাম খান এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১২-১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় "সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" বিষয়ক ২দিন ব্যাপী ৩য় ব্যাচের আবাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সেলিম খান, অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। প্রশিক্ষণে নির্বাচিত ১৫জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ১৫ জন সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সদস্য জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ও জনাব অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার (আইসিটি) এবং ইনোভেশন টিমের সদস-সচিব জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান, উপপরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, ২০৪১-এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে স্মার্ট করতে হবে এবং সেবা প্রদানকারীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রশিক্ষণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে সহজিকরণ করতে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষ ও স্মার্ট সেবাদাতায় পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা সংশোধনের লক্ষ্যে খসড়া চুড়ান্তকরণ বিষয়ক সভা

জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ সংশোধনের লক্ষ্যে খসড়া চুড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব আজহারুল ইসলাম খান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ।

প্রতিবছর জাতীয় যুবদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালায় কতিপয় সংশোধনী আনায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা (সংশোধিত) -২০২২ সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালক (বাস্তবায়ন,মনিটরিং ও যুব সংগঠন) জনাব মোঃ মানিকহার রহমান মহোদয়কে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি যাচাই বাছাই করে নীতিমালার প্রযোজ্য অংশ সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ০৮ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। উপপরিচালক(বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান প্রণীত খসড়াটি সভায় উপস্থাপন করেন। প্রণীত খসড়ায় আরো কিছু সংশোধনী সংযোজন ও বিয়োজনের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। প্রাপ্ত সকল সুপারিশ ও মতামতের প্রেক্ষিতে যথাশীঘ্র খসড়া চুড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও Save the Children , Spellbound এবং Earth Society এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যগণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য সম্প্রতি তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৩১-০৫-২০২৩খ্রিঃ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে বেসরকারী সংস্থা Save the Children, Spellbound Communication ltd এবং Earth Society এর সাথে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে মান্যবর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, Save the Children এর পক্ষে ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোয়ালিটি জনাব রিফাত বিন সাত্তার, Spellbound এর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও জনাব মোহাম্মদ সাদেকুল আরেফীন এবং Earth Society পক্ষে এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এ কে এম মুজাহিদ উদ্দিন (অবঃ)। Save the Children প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম,কক্সবাজার,গাইবান্ধা এবং সাতক্ষীরা জেলার যুবদের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে এবং এর সফলতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে কার্যক্রম বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। Spellbound যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টিসহ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। Earth Society NEET যুব গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতঃ যুব ক্ষমতায়নের জন্য জীবন দক্ষতা এবং উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। যুবদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং চাকুরীর বাজার তৈরির লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে একযোগে কাজ করবে। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুগোপযোগীকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালার সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মনোনীত অংশীজন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে গত ৫ জুন ২০২৩ তারিখ বিকাল ৩.০০টায় " ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুগোপযোগীকরণ " বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মনোনীত অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। মহাপরিচালক(গ্রেড-১) কর্তৃক কর্মশালার উদ্বোধনের পর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক(প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান। কর্মশালার বিষয়ের উপর মূল উপস্থাপনা করেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান,স্কিলস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট পলিসি এসোসিয়েট a2i । মূল উপস্থাপনার উপর আলোচনা করেন জনাব এম এ আখের,পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ মানিকহার রহমান,পরিচালক(বাস্তবায়ন)। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করেন জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম,পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋন) এবং জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক,পরিচালক(অর্থ)। পরিচালক(দা. বি. ও ঋণ) বলেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর a2i এর সহায়তায় ইতোমধ্যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে দুটি প্রশিক্ষণ ট্রেডের কারিকুলাম তৈরি করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এ কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা। পরিচালক(অর্থ) বলেন যে,প্রশিক্ষণ উইং থেকে প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা প্রদান করলে, নতুন আইবাস কোড তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ রুহুল আমিন, (যুগ্ম-সচিব) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনায় বলেন যে, এ বিষয়ে a2i এর সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অনেক পূর্বেই উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থাভাবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ উপকরণ ও পরিবেশের অভাবে কার্যক্রম কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, আগামীতে Word Bank, ILO , UNFPA এর মত আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথ উদ্যোগে যুব কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে। এ সকল সাহায্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় এ সমস্যা মোকাবেলা করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিমার্জন করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এরপর অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত আলোচনা। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশমালা ও রিসোর্সপার্সনদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মশালার সভাপতি মহাপরিচালক(গ্রেড-১)জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ গড়তে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে। তবে প্রযুক্তি নির্ভর নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

জাতীয় যুব ডাটাবেজ প্রস্তুত কল্পে চাহিদা নিরূপন বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ড.মহিউদ্দীন আহমেদ সচিব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ০৬ জুন ' ২০২৩খ্রিঃ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে National Intelligence for Skills, Education, Employment and Entrepreneurship (NiSE3) প্ল্যাটফর্ম এর আওতায় জাতীয় যুব ডাটাবেজ প্রস্তুত কল্পে চাহিদা নিরূপন বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ,বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোস্তফা কামাল।

জনাব মোস্তাক জহির,যুগ্মসচিব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর প্রায় ৩ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ, যুব পুরস্কার,যুব কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় অথচ যথাযথ ও সুবিন্যাস্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয় না। এ উদ্দেশ্যে a2i এর সহযোগিতায় সফটওয়্যার তৈরিপূর্বক একটি ডাটাবেজ করা হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই সফটওয়্যার তৈরিতে কি কি তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণের নিমিত্ত এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। a2i এর স্কিলস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট পলিসি এসোসিয়েট জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। NiSE3 তৈরি প্লাটফরমের মাধ্যমে অংশীজন যুব সম্পর্কিত যে কোন তথ্য অতি সহজে পেতে পারে। এটা মূলত Match Maker এর ভূমিকা পালন করে। NiSE3 dyd এ যুবগণ নিবন্ধণ করে নিজস্ব প্রোফাইল গঠণ করে এর মাধ্যমে তার প্রত্যাশিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করতে পারবে।

বিশেষ অতিথি জনাব মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩২টি সংস্থা যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে,অথচ পরিপূর্ণ ডাটাবেজ না থাকায় এ বিষয়ে যথাযথ তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এ যাবৎ প্রায় ৬৯ লক্ষ যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য উপাত্ত উপজেলায় কিংবা জেলা কার্যালয়ের রেজিষ্টারে রক্ষিত আছে। অনলাইন ভিত্তিক একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় যাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুবদের সকল তথ্য উপাত্ত যেন এক ক্লিকে দেখা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত যুবদের ডাটাবেজ তৈরি করতে a2i এর সহযোগিতায় একটি Softwar তৈরি করার জন্য কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে আজকের এ কর্মশালা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন যাদের নিয়ে আমরা কাজ করি এবং আমাদের উদ্দেশ্য এ দু'এর সমন্বয় করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে একটি ডাটাবেজ দরকার। এ ডাটাবেজের প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য সন্নিবেশ করতে দরকারী বিষয়সমূহ নির্ধারণ করার জন্য আজকের এ কর্মশালা ভূমিকা রাখবে। এরপর তিনি কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের কল্যাণে যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও সহজে ও স্বল্প সময়ে এ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। Smart বাংলাদেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কর্মসূচির একটি ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। Paperless office ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম,যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান এবং যুব সংগঠনের নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরি কল্পে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করার জন্য আজকের এ কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন।

২য় অধিবেশনে তিনটি দল যথাক্রমে যুব পুরস্কার ব্যবস্থাপনা,যুব কল্যান তহবিল ব্যবস্থাপনা ও যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Group Work করে সুপরিশমালা প্রণয়ন করে। তিনটি দলের সুপারিশসমূহ উপস্থাপনা শেষে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত সুপারিশের আলোকে Softwar তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

৫ জুন' ২০২৩ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সম্মেলন কক্ষে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর সভাপতিত্বে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে পরিচালক(প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান প্রশিক্ষণ কোর্সটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। সভাপতি মহোদয় সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী কি কি সেবা প্রদান করা হয় জানতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবুল বাসার,সহকারী পরিচালক(প্রশাসন) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান যে,প্রধান কার্যালয় মূলতঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীন সেবা সমূহ দিয়ে থাকে। GRS ও তথ্য অধিকার আইনে চাহিত তথ্য দিয়ে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ সচরাচর নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকেন। GRS এ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে মহাপরিচালক(গ্রেড-১) মহোদয় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ২০১৮ নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ এর পরিমার্জিত রূপই হলো শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ২০১৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে,আজকের প্রশিক্ষণের বিষয়টি APA এর একটি অংশ। ইহা আবশ্যিক কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। GRS এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করে পর্যায়ক্রমে ইহার প্রতিকার পাওয়া এবং অভিযোগ নিষ্পন্ন করার বিষয়টি প্রশিক্ষণে আলোচিত হয়। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জানার বা চাওয়ার এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য কর্মকর্তা কর্তৃক সেবা প্রদানের ধারাবাহিক পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের মনোনীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

যুব ভবনে BYLC এর প্রতিনিধিবৃন্দ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১)জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সাথে BYLC এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সম্প্রতি তাহসীনা আহমেদ এর নেতৃত্বে Bangladesh Youth Ledership Center (BYLC) এর একটি প্রতিনিধিদল যুবভবনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সাথে তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তাঁরা যুবসমাজের উন্নয়নে BYLC এর কার্যক্রম সম্পর্কে মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করান। তাঁরা দেশের যুবসমাজের উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করার অভিপ্রায় জানান। BYLC এর কারিগরি দক্ষতার সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে একটি যৌথ কর্মপন্থা নির্ণয়ের বিষয়ে আশা পোষণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে তাদের মতামতের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ ধরনের বেসরকারী সংস্থা তথা NGO দের ভূমিকা বাংলাদেশের যুব সমাজকে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও আত্মকর্মী হতে সাহায্য করবে। তিনি আরো বলেন ডেমোগ্রাফীক ডেভিডেন্ট এর সুবিধায় বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ কর্মক্ষম যুবশক্তি। এ যুবশক্তিকে জাতি গঠনে বেসরকারী সংস্থা সমূহ অনন্য ভূমিকা পালন করছে। সাক্ষাতকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক(পরিকল্পনা) জনাব এম এ আখের উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশই যুবসমাজ। জনগোষ্ঠীর এ বৃহৎ অংশকে কাজে লাগাতে পারলেই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হবে এবং সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথ প্রসারিত হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ৩য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন সভা

APA এর ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন সভার সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১)জনাব আজহারুল ইসলাম খান সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ।

গত ২৩.০৫.২০২৩খ্রি. তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের APAMS সফটওয়্যারে আপলোডকরণ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানীত মহাপরিচালক(গ্রেড-১)জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন এবং ৬৪ জেলার উপপরিচালক ও ডেপুটি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। পরিচালক(প্রশাসন) সভার শুরুতে নির্ধারিত ফরমেটে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সকল জেলার উপপরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানান । প্রতিটি বিভাগের সর্বোচ্চ নম্বর ও সর্বনিম্ন নম্বর প্রাপ্ত জেলা সমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয় সর্বনিম্ন নম্বর প্রাপ্ত জেলাসমূহের উপপরিচালকদের যুব কার্যক্রম এর অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ জানতে চান। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাঁদের ব্যাখ্যায় অন্তরায়সমূহ তুলে ধরেন। আগামী ত্রৈমাসিক সভা পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের APA জুনের ২য় পাক্ষিকের মধ্যে APA সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা বিষয়টি প্রোগ্রামার মহোদয় উপস্থাপন করেন। তিনি আরো জানান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এর APA অনলাইনে সফটওয়্যারের মাধ্যমে pdf ফরমেটে সম্পাদ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক APA এর খসড়া যথাশীঘ্র প্রণয়ন করতে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক রাজশাহী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাজশাহী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন (যুগ্মসচিব) পরিচালক(প্রশিক্ষণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। মঞ্চে উপবিষ্ট রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফর উল্লাহ, রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম এবং জেলা প্রশাসক জনাব শামীম আহমেদ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের "প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণ" শীর্ষক রাজশাহী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ মে ২০২৩খ্রিঃ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহীর আয়োজনে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জি এস এম জাফর উল্লাহ্, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক জনাব শামীম আহমেদ ও রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম। সভাপতিত্ব করেন জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুরুতে উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। অতিথিগণ তাঁদের বক্তব্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রশিক্ষণোত্তর যুবদের ফলোআপ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগায় কিনা সে বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন অমিত শক্তির অধিকারী এ যুবরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার একমাত্র হাতিয়ার। তিনি বলেন, যুবদের উদ্যমকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন "স্মার্ট বাংলাদেশ" গঠনে আমাদের Holistic approach এ এগুতে হবে। তিনি সকলকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানান। কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের খন্ডচিত্র

২৭ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন,কাঠামো,কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০২১ এর বিধি ৮(ক),৯(১) ও ৯(২) অনুযায়ী ২০২৩ থেকে ২০২৪ মেয়াদে (দুই বছরের জন্য) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা থেকে ০১(এক)জন করে ৬৪ জন, বিশেষ শ্রেণিভূক্ত যুব ০৬(ছয়) জন এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত যুব ০৫(পাঁচ)জনসহ মোট ৭৫(পঁচাত্তর)জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারন পরিষদ গঠন করা হয়। বিধি ৮(খ) এবং বিধি ১০(১), ১০(২) মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য ১১.০৪.২০২৩খ্রি. তারিখে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশন ২৭ মে ২০২৩ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে ০৩.০৫.২০২৩খ্রি. তারিখে সিডিউল ঘোষণা করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ২৭ মে ২০২৩ খ্রি. তারিখে জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে জনাব মাসুদ আলম, পিতা-আজাহার উদ্দিন, শ্যামলী,ঢাকা এবং সাধারন সম্পাদক পদে জনাব তানজিনুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চকরিয়া, কক্সবাজার নির্বাচিত হন। সাধারন পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের আদেশ জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্বাচনের ফলাফল ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাজীপুরে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

একমাস মেয়াদী গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপসচিব, যুব-১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গাজীপুর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত একমাস মেয়াদী গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম,উপসচিব,যুব-১,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। গাজীপুর জেলার উপপরিচালক জনাব মোঃ হারুন অর-রশীদ খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম যুবদের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি যুবদের উদ্দেশ্যে বলেন যে,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেশে বেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বেকার যুবদের অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতার সহিত জনসম্পদ তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন "আমরা শুধু আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাজ করছি না, পাশাপাশি যুবদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে যুব সংগঠন তৈরিতেও কাজ করে যাচ্ছি।" প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে প্রশিক্ষনোত্তর প্রকল্প গ্রহণের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রশিক্ষণকালীন নিয়ম কানুন সম্পর্কে যুবদের সচেতন করেন। তিনি নিজে একজন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ বিধায় অতি সহজ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সুষম গোখাদ্য প্রস্তুত সংক্রান্ত জ্ঞানদান করেন। সবশেষে তিনি যুবদের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোসাঃ মোরশেদা বেগম, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, জনাব মোঃ নাজমুল, সহকারী পরিচালক ও জনাব মোঃ মনসুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সভা অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার পাশাপাশি এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে মূল্যায়নের নিমিত্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দেশের ৬৪ জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। জেলা কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক সভায় উপস্থাপন করা হয়। নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও ১৪ জেলা হতে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি। নির্ধারিত ছকে ত্রুটিমুক্ত প্রতিবেদন প্রেরণের প্রতি সভাপতি সংশ্লিষ্ট সবাইকে যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ নিশ্চিতকরণে আরো সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এবং সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণ

সম্প্রতি যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে " তথ্য অধিকার আইন ২০০৯এর বিধিমালা,প্রবিধানমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা" বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১)জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত কোর্সে প্রধান কার্যালয়ের মনোনীত ৫০(পঞ্চাশ)জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের পর সূচনা পর্বে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধিমালা ও প্রবিধানমালা সম্পর্কে আলোচনা করে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। এ পর্যায়ে তথ্য প্রদান কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জনাব মোঃ গজনবী খান তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় তথ্য পাওয়ার কৌশল এবং যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিচালক(প্রশাসন) আরো জানান যে,বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অনুষঙ্গ হলো তথ্য অধিকার আইন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)। সুতরাং APA এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং অভিযোগ প্রতিকারে সংশ্লিষ্টদের আরো আন্তরিক হতে হবে। এ প্রসংগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে উপপরিচালক(বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান আলোচনা করেন। সভাপতি মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে,প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জনগণের অবাধ তথ্য প্রবেশাধিকারে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের উপর নাগরিকদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একনেক সভায় EARN প্রকল্প অনুমোদিত

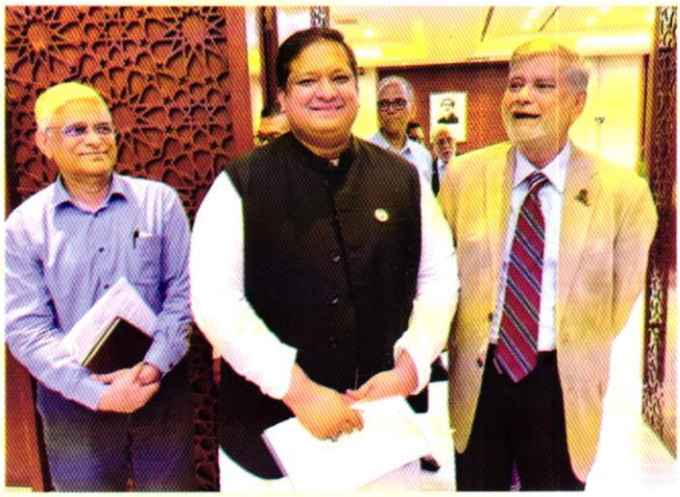

EARN প্রকল্পটি অনুমোদনের পর হাস্যোজ্জল পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি ও যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

২০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের একনেকের ১৫ তম সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত EARN (Economic Acceleration and Resilience for NEET) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় অনুমোদিত প্রকল্পটি World Bank এর আর্থিক সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ৯ লক্ষাধিক NEET যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। EARN প্রকল্পের আওতায় NEET যুব গোষ্ঠীকে উন্নত পরিবেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মধ্যে অনূন্য ৫০ শতাংশ নারী। এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি তাঁর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন " আলহামদুল্লিাহ,আজ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত EARN(Economic Acceleration and Resilience for NEET) প্রকল্পটি অনুমোদন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের ১০৮ কোটি টাকা ও বিশ্বব্যাংকের ৩২৪০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তায় মোট ৩,৩৪৮.০০ কোটি (তিন হাজার তিনশত আটচল্লিশ কোটি) টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজের প্রায় নয় লক্ষাধিক উপকারভোগী এর আওতায় আসবে। এর পাশাপাশি প্রায় বিশ লক্ষাধিক যুব/ যুবনারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে বলে আমরা আশা করছি। এছাড়া, ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা উন্নত, সমৃদ্ধ, আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের ফুলেল অভ্যর্থনা

২০২২-২৩ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ৮ বিভাগে 'ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক' ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বিভাগের কর্মশালা শেরপুর জেলায়, রাজশাহী বিভাগের কর্মশালা বগুড়া জেলায়, রংপুর বিভাগের কর্মশালা পঞ্চগড় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, অবশিষ্ট ৫টি কর্মশালা স্ব-স্ব বিভগীয় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় জেলার উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। কর্মশালাসমূহে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ সুপার, পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিচালক(দা. বি. ও ঋণ) জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্ব-স্ব জেলার জেলা প্রশাসক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি বক্তাগণ বেকার যুবদের চাকুরীর পিছনে না ছুটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে এবং নিজ এলাকায় বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে আহ্বান জানান। ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে আত্মকর্মী তৈরী নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে তদারকী বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মহাপরিচালক(গ্রেড-১) বক্তব্যে বলেন, যুবদের আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তায় পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও অধিক সংখ্যক যুবকে উদ্যোক্তায় পরিণত করার জন্য এবং ঋণের আওতা বৃদ্ধির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এখান থেকে আগ্রহী প্রশিক্ষিত যুব ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ নিতে পারেন। যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ইদানিংকালে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে। তিনি সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যুবদের কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত 'নৈতিকতা কমিটির' ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অন্তর্ভুক্ত নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভার সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান,মহাপরিচালক(গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

০৫ এপ্রিল ২০২৩খ্রি. তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত 'নৈতিকতা কমিটির' ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা মহাপরিচালক(গ্রেড-১) এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (সংশোধিত) ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সূচকের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। ১৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশদ আলোচনা হয়। জুলাই ২০২২ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসূচির অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। অর্জিত অগ্রগতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

শোক সংবাদ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) **জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**, যুগ্ম-সচিব গত ১২.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখ দিবাগত রাত ২.৩০ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি বিসিএস ৮৬ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি টানেন।

তিনি স্ত্রী, ০৩ পুত্রসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যুব পরিবার গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে।